ইনকিলাব

5 AUG 2009

কওমী সনদের স্বীকৃতি প্রদান : সময়ের দাবী

মুফতী এনায়েতুল্লাহ

পর্যালোচনা

কওমী মাদরাসার সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি সময়ের এক অপরিহার্য দাবী। কওমী মাদরাসার সনদকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে বর্তমান সরকার আন্তরিক। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করে প্রক্রিয়া শুরুর কথাও বলেছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। একটি স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথাও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু কেন তিনি তা করেননি একথা জানি না। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একই কথা বলেছেন। এজন্য বলছি, কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষার অবদানসমূহকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মূল্যায়নের নিমিত্তে এবং কওমী মাদ্‌রাসার সনদের স্বীকৃতি বা সমমান প্রদানে সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। কওমী মাদরাসার সনদের সমমান বা স্বীকৃতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলেই এখন তৎপর বা সোচ্চার হচ্ছেন। এখন দরকার এর বাস্তবায়নে সকলের ঐকমত্য বা আন্তরিকতা।

কওমী মাদ্‌রাসার সনদের স্বীকৃতি পূর্বে ছিল। বৃটিশ আমলে কওমী মাদ্‌রাসার আলেমগণ ব্যাপকভাবে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলেও কওমী মাদ্‌রাসার আলেমদের দক্ষতা দ্বীনদারী ও বুযুর্গী এবং দেশপ্রেমসহ কর্তব্যনিষ্ঠা সম্পর্কে তারাও একমত ছিল। প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কওমী মাদ্‌রাসায় শিক্ষিত আলেমগণকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। কোলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসাসহ সরকারী মাদ্‌রাসার শিক্ষক এমনকি হেড মাওলানা ও হেড মুহাদ্দিস পদে তাদের নিয়োগ করা হতো। কওমী মাদ্‌রাসার সনদ নিয়ে এমপি-মন্ত্রীও হয়েছেন অনেকেই। অভিজ্ঞ মহলের কাছে এটা অজানা নয় যে, পাকিস্তান ও ভারতে এখনো কওমী মাদ্‌রাসার সনদের সরকারী স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও বলতে হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে কওমী মাদ্‌রাসার সনদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। অথচ স্বাধীন দেশে তা কল্পনাও করা যায় না।

শাসককুলের উদাসীনতা ও একশ্রেণীর আলেমদের গোড়ামীর দরুন কওমী শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তি অন্য দশজনের মত রাষ্ট্রীয় নাগরিক ও মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অতীতে দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) ক্লাসে যা পড়ানো হতো এখনো তা পড়ানো হচ্ছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত মাদরাসাগুলোতে দাখিল, আলেম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে যেসব বিষয় পড়ানো হয় কওমী মাদ্‌রাসায়ও একই বিষয়াবলী পড়ানো হয়। তবে আরবী সাহিত্য, হাদীস, ফেকাহ, তাফসীর, উসুলে ফেকাহ'র ক্ষেত্রে কওমী মাদ্‌রাসা অনেকাংশে এগিয়ে। আলীয়া মাদ্‌রাসায় পড়ানো হয়ে থাকে সিলেবাস অনুসারে আর কওমীতে পূর্ণ কিতাব। তবে হ্যাঁ! কওমী মাদ্‌রাসার সিলেবাস বা কারিকুলামে আধুনিক বিষয়াবলী যেমন- সায়েন্স, টেকনোলজি, কম্পিউটারসহ অন্যান্য বিষয় না থাকায় অজুহাত দেখিয়ে কওমী মাদ্‌রাসার আলেমদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। অথচ বর্তমান সময়ে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ও বিবিধ কারণে সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছাড়া কর্মে নিয়োগ এবং বড় ধরনের দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় না এবং এ পথে অনেক বাধা সৃষ্টি হয়। তাই সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

❑ লেখক : শিক্ষা সচিব : তাহফিযুল উম্মাহ মাদ্‌রাসা, টঙ্গী